

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
সেতু বিভাগ  
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৭তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : সৈয়দ আবুল হোসেন, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

তারিখ : ২৩/৬/২০১০।

সময় : বেলা ১২:০০ টা।

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি, সৈয়দ আবুল হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া এনডিসি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ৯৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৯৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ৯৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ৯৬তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অঙ্গতি অবহিতকরণ।

আলোচনাঃ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ১২/০১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অঙ্গতি সভায় উপস্থাপন করেন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে জুন'১০ মাসের মধ্যে ৩য় অপারেটর নিয়োগ সম্ভব না হলে উক্ত কাজে বর্তমানে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর মেয়াদকাল কত সময়ের জন্য বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে তা এখনই নির্দিষ্ট করে জানানোর বিষয়ে সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষন করেন। নির্বাহী পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে শীঘ্রই এ ব্যাপারে বাসেক কর্তৃক সেনাবাহিনীকে জানানো হবে। অতঃপর ৯৬ তম বোর্ড সভার আলোচ্যসূচি-৯

এর বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি সেবাধর্মী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ডিএসএল পরিশোধ এবং সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণসহ সেতু কর্তৃপক্ষের মোট ব্যয়ের তুলনায় আয় কম হওয়ায় নির্ধারিত লভ্যাংশ প্রদান করা হতে সেতু কর্তৃপক্ষ-কে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি অর্থ বিভাগ বিবেচনা করতে পারে। এ ব্যাপারে তিনি সভায় অর্থ বিভাগের প্রতিনিধির সহযোগিতা কামনা করেন।

## ২.২। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

### সিদ্ধান্তঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অধীন “বঙ্গবন্ধু সেতু স্পেশাল অর্গানাইজেশন (বিবিএসও)”-এর মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সময়ের পরিমান নির্দিষ্ট করে উল্লেখপূর্বক আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

### আলোচ্যসূচী-৩: বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বড ইস্যুকরণ।

#### আলোচনাঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বড ইস্যুর বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, প্রাক্তন মাননীয় অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে গত ২৮/২/২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিষয়ে গঠিত কমিটি আইসিবি'র রিপোর্ট পর্যালোচনা করে মোট ২০০.০০ কোটি টাকার সিকিউরিটি বড ইস্যুর সুপারিশ করে। পরবর্তীতে ১২/১/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৬ তম বোর্ড সভায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে উল্লয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বড ইস্যুর বিষয়টি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। অন্যদিকে ১৩/১/২০১০ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এপ্রিল/২০১০ এর মধ্যে বড ইস্যুকরণ/ সিকিউরাইটেজেশন কার্যক্রম সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। সর্বশেষ আইসিবি সেতু কর্তৃপক্ষের আয় ব্যয় পর্যালোচনা করে মোট ২০০ কোটি টাকার সিকিউরিটিজ বড ইস্যুর সুপারিশ করেছে এবং মোট ১,৯৫,৬৮,৫০০/- টাকায় আইসিবি'র Subsidiary ICB Capital Management Limited (ICML) কে Issue Manager হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করেছে।

৩.২। এ প্রসঙ্গে সভায় মত ব্যক্ত করা হয় যে, পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে বাজেট ঘাটতি পূরণের বিষয়টি বিবেচনায় এনে সিকিউরিটিজ বড ইস্যুর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। উল্লয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে পর্যাপ্ত অর্থায়নের আশ্বাস পাওয়ায় বর্তমানে পদ্মা সেতুর জন্য কোন বাজেট ঘাটতি নেই। বডের সুদের হার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ৮.৫০% এবং জনসাধারণের জন্য ১২.৫০% হারে প্রস্তাব করায় বড ইস্যু বাবদ যে অর্থ পাওয়া যাবে তা সরকারী ব্যাংকে বিনিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ ৮% হারে এবং বেসরকারী ব্যাংকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯.২৫% হারে সুদ পাওয়া যাবে। ফলে সেতু কর্তৃপক্ষের লোকশান হবে। তাছাড়া বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী। অন্যদিকে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে বাজেট ঘাটতি না থাকায় বিনিয়োগ করার মত অন্য কোন প্রকল্প বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের হাতে নেই। এ পর্যায়ে সভায় আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বড ইস্যুর বিষয়টি আপাতত: স্থগিত রেখে ভবিষ্যতে সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য বিনিয়োগ করার মত কোন প্রকল্প পাওয়া গেলে তখন বিষয়টি বিবেচনা করার বিষয়ে একমত পোষন করা হয়।

### ৩.৩। বিস্তারিত আলোচনাতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বড ইস্যুর বিষয়টি আপাতত: স্থগিত থাকবে। তবে পদ্মা সেতু বাস্তবায়নে অর্ধের ঘাটতি হলে বা ভবিষ্যতে সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে বাস্তবায়নযোগ্য বিনিয়োগ করার মত কোন প্রকল্প পাওয়া গেলে তখন বড ইস্যুর বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৪ : পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভিন্ন নামকরণ প্রসঙ্গে।

আলোচনাঃ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান “পদ্মা বহুমুখী সেতু” নাম পরিবর্তন করে “শেরে বাংলা বহুমুখী সেতু” নামকরণের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করেছেন, যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বিধি মৌতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেতু বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাককলিত ব্যয় সম্পর্কে পদ্মা বহুমুখী সেতু বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যোমন : বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাইকা, ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ও আবুধাবী ফান্ড হতে ইতোমধ্যে প্রায় ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ সহায়তার আশ্বাস পাওয়া গেছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক পরিমত্তলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নিকট এ সেতু পদ্মা বহুমুখী সেতু নামে পরিচিত। এ মূহর্তে সেতুর নাম পরিবর্তন করা হলে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। তাই এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর নাম আপাতত: পরিবর্তন না করার বিষয়ে একমত পোষন করেন।

৪.২। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

সিদ্ধান্ত:

মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে প্রস্তাবিত “পদ্মা বহুমুখী সেতু” নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। সেতুর নাম “পদ্মা বহুমুখী সেতু” হিসেবে বহাল থাকবে।

আলোচ্যসূচি-৫ : Officer and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust অনুমোদন।

আলোচনাঃ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত Officer and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের চাকুরী প্রবিধানমালা অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য Contributory Provident Fund (CPF) এবং Gratuity চালু করা হয়। তবে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের আর্থিক কল্যাণের জন্য রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক Contributory

Provident Fund এবং Gratuity Fund অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া Officer and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust দুটি অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভার সম্মানিত সদস্যগণকে অনুরোধ জানান।

৫.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, Chartered Accountant Firm এর মাধ্যমে খসড়া Deed of Trust দুটি প্রণয়ন করে সেতু কর্তৃপক্ষের আইন উপদেষ্টার নিকট প্রেরণ করা হয়। আইন উপদেষ্টার মতামতের ভিত্তিতে কিছুটা সংশোধন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত Deed of Trust দুটি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন-এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচনাকালে “বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ”সহ আরও ২/১টি স্বায়ত্ত্বাস্থিত প্রতিষ্ঠানের Deed of Trust -এর সাথে সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য প্রস্তাবিত Deed of Trust দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়।

৫.৩। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

**সিদ্ধান্ত:**

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত Officer and Employees' Contributory Provident Fund (CPF) এবং Employees' Gratuity Fund সংক্রান্ত Deed of Trust দুটি অনুরূপ আরও ২/১টি স্বায়ত্ত্বাস্থিত প্রতিষ্ঠানের Deed of Trust এর আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

**আলোচ্যসূচি-৬ : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনে ব্যাংক স্থাপন।**

**আলোচনাঃ**

সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের নীচতলায় ব্যাংক স্থাপনের বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ কর্তৃপক্ষের নিজস্ব এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের সকল লেনদেন বেসিক ব্যাংক, গুলশান শাখা এবং সোনালী ব্যাংক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় শাখার মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাংকের দুরত্ব বেশী হওয়ায় যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করা হয়ে থাকে। এতে সময় অপচয় ছাড়াও যানবাহনের জ্বালানী বাবদ অর্থ ব্যয় এবং নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হয়।

৬.২। সেতু ভবনের নীচতলায় ৯২৪.৩৩ বর্গফুট এবং ১৫৪.৩৭ সাইজের ২টি রুম রয়েছে, যা বর্তমানে ক্যান্টিন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও উন্মুক্ত স্পেসসহ প্রায় ২০০০ বর্গফুট জায়গা যে কোন ব্যাংক-কে ভাড়া দেওয়া হলে প্রতিমাসে লক্ষাধিক টাকা পাওয়া যাবে। এতে সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাত্তাদী সহ কর্তৃপক্ষের সকল লেনদেন সহজতর ও নিরাপদ ছাড়াও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং সেতু কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পাবে। এ বিষয়ে সভায় আলোচনাকালে সেতু ভবনের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় এনে প্রস্তাবিত ব্যাংকের জন্য আলাদা গেইট নির্মাণ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের লেনদেনের জন্য আলাদা প্রবেশ পথ/বুথ সংরক্ষণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষন করা হয়।



### ৬.৩। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

#### সিদ্ধান্ত:

সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবনের সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে প্রস্তাবিত ব্যাংকের জন্য আলাদা গেইট নির্মাণ এবং সেতু কর্তৃপক্ষের লেনদেনের জন্য আলাদা প্রবেশ পথ/বুথ সংরক্ষণের স্তরাব্যতা যাচাই করে বিষয়টি পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৭: বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে প্রণীতব্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার (Master Plan) বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম অবহিতকরণ।

#### আলোচনাঃ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সমগ্র এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনসহ সেতুর দুই প্রান্ত সংলগ্ন এলাকার ভবিষ্যত মহা-পরিকল্পনা (Master Plan) প্রণয়নের জন্য আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে Expression of Interest আহ্বান করা হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান (১। Finnroad Limited – Finland, ২। SMEC International Pty. Ltd. – Australia এবং ৩। Kumpulan JPZ Joint Venture – Malaysia-Bangladesh) হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়। মূল্যায়নে ৩টি প্রতিষ্ঠান Qualified হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তাদের নিকট ১৯/১/২০১০ তারিখে Request for Proposal প্রেরণ করা হয়।

৭.২। নির্ধারিত সময়সীমা অর্ধাং ০৩/৩/২০০৯ তারিখে SMEC International Pty. Ltd. এবং Kumpulan JPZ Joint Venture দরপত্র দাখিল করে। কারিগরী এবং আর্থিক মূল্যায়নে SMEC International Pty. Ltd. সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০/৬/২০১০ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

#### ৭.৩। এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

#### সিদ্ধান্ত:

বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে প্রণীতব্য ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার (Master Plan) বিষয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৮ : বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার হাসপাতাল পরিচালনা।

#### আলোচনাঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার হাসপাতাল পরিচালনার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনাসহ পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকায় বনায়ন ও পূর্ব পুনর্বাসন এলাকায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গত ১৮/১০/১৯৯৯ তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ২৯ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১ম কিস্তি বাবদ ২৬,৪৭,০০০/- টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ১ম বছরে ব্যয় হয় ১৩,২৩,২৪২.০০ টাকা। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ১ম বছরের অব্যয়িত

১১,২৩,৭৫৮/- টাকা পুণঃউপযোজনের মাধ্যমে ২য় ও ৩য় বছর ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত অব্যয়িত অর্থের বিপরীতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রকৃত ব্যয় হয় ১২,৮৮,৬৫৩.০০ টাকা। অর্থাৎ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পাওনার পরিমান দাঢ়ায় ১,৬৫,৮৯৫.০০ টাকা। তবে পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্পটি ২০০৩ সালে সমাপ্ত হওয়ায় উক্ত অর্থ পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

৮.২। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ইতোমধ্যে হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে হাসপাতালের অনেক মূল্যবান যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে নির্বাহী পরিচালক হাসপাতালটি সরকারের নিকট হস্তান্তর করে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে চালুকরণ অথবা পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে পরিচালনার প্রস্তাব করেন। এ পর্যায়ে আলোচনাকালে প্রয়োজনে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য/মনোনীত প্রতিনিধিগণসহ গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৮.৩। আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

**সিদ্ধান্ত:**

বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনে বোর্ডের সম্মানিত সদস্য/মনোনীত প্রতিনিধিগণসহ গ্রামীণ কল্যাণ ট্রাস্টের পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিচালনার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

**আলোচ্যসূচি-৯ :** যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর সংগে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

**আলোচনাঃ**

যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গত ২১/১১/১৯৯৯ তারিখে যমুনা রিসোর্ট লিঃ (জেআরএল)-এর সাথে ৩০ বছর মেয়াদি একটি কনসেশন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৭টি এলাকায় মোট ১৩৯.৮৬ হেক্টর জমি হস্তান্তরের কথা ছিল, যার মাসিক ভাড়া ১১,১৯,৫৯৫.০০ টাকা এবং বার্ষিক ভাড়া ১,৩৪,৩৫,১৪০.০০ টাকা। পরবর্তীতে যৌথ পরিমাপে ১৬৩.৮০ হেক্টর পাওয়া যায়, তমধ্যে ১৬২.৪৫১ হেক্টর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। অর্থাৎ জেআরএল-কে অতিরিক্ত ২৩.৯৪ হেক্টর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

৯.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, জেআরএল-এর নিকট ইজারা মূল্য, মূসক ও আয়কর (সুদসহ) বাবদ অঞ্চলের/২০০৮ হতে জুন/২০০৯ পর্যন্ত মোট বকেয়া পাওনার পরিমান ৪,২৮,৪০,০৪৩.৭৩ টাকা। এছাড়া মার্চ/২০১০ হতে জুন/২০১০ পর্যন্ত ৪ (চার) মাসের ভাড়াও পাওনা রয়েছে। উক্ত বকেয়া ও মাসিক ভাড়া পরিশোধ করার জন্য জেআরএলকে পত্র দেয়া হয়েছে। কনসেশন চুক্তি অনুযায়ী জেআরএল কিছু এলাকার উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে এবং কিছু এলাকায় চলমান আছে। অন্যদিকে জেআরএল ১২৬টি Holiday Homes এর মধ্যে ৪৬টি বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সাব-লীজ দিয়েছে। তবে পুট বিক্রয় ও নির্মাণ বন্ধ রাখার জন্য ইতোমধ্যে জেআরএল-কে পত্র দেওয়া হয়েছে।

## ৯.২। বিস্তারিত আলোচনাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

### সিদ্ধান্তঃ

যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি, চুক্তি পরবর্তী জেআরএল-এর কার্যক্রম, হস্তান্তরিত ভূমি ও স্থাপনা, অনিষ্পত্তি বিভিন্ন বিষয়াদি, দেনা-পাওনা ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে রিপোর্ট দাখিলের জন্য স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, সেতু বিভাগ এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। কমিটি আগামী ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করবে।

আলোচ্যসূচি-১০ : বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কটেজের ভাড়া বৃদ্ধি এবং বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে লেভেল/পর্যায় নির্ধারণ।

### আলোচনাঃ

বর্ণিত বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় যমুনা রিসোর্ট লিঃ-কে লীজ দেওয়ার পর বর্তমানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ৩ বেডরুমের ৬টি কটেজ এবং ২০ রুমের ১টি অফিসার্স মেস রয়েছে। প্রাণ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সিনিয়র সহকারী সচিব হতে সচিব এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন হতে মেজর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণের মধ্যে উক্ত কটেজগুলো দৈনিক ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে। সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন উক্ত কটেজ ব্যবহারের জন্য দৈনিক ৭০০/- (সাত শত) টাকা হারে ভাড়া নির্ধারিত আছে। অন্যদিকে এই সাইজের জেআরএল এর কটেজের ভাড়া দৈনিক ৭,৫০০/- থেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত। জেআরএল'এর তুলনায় ভাড়া অত্যন্ত কম হওয়ায় সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কটেজের চাহিদা অনেক বেশী। সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন কটেজের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ নির্বাহের লক্ষ্যে নির্বাহী পরিচালক কটেজের ভাড়ার হার বৃদ্ধি এবং বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে লেভেল/পর্যায় নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। এ পর্যায়ে আলোচনাকালে সেতু কর্তৃপক্ষের ৬টি কটেজ প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং কটেজ ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়। এ বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

### ১০.২। সিদ্ধান্তঃ

(খ) বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ৬টি কটেজ এবং ১টি অফিসার্স মেসের প্রয়োজনীয় সংস্কার (Renovation) করতে হবে।

(খ) বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কটেজ এবং অফিসার্স মেস ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-১১ : বঙ্গবন্ধু সেতু স্পেশাল অর্গানাইজেশন (বিবিএসও)কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুর O&M কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি অবহিতকরণ।

### আলোচনাঃ

বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ কাজের দায়িত্ব আগামী ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদানের বিষয়ে সেতু বিভাগের প্রস্তাব

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের পর সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় বঙ্গবন্ধু সেতুর পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজের দায়িত্ব সাময়িকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অর্পণের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত এবং বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিবিএসও গত ১লা জুন ২০০৯ হতে বঙ্গবন্ধু সেতুর O&M কাজের দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমানে ৩য় O&M Operator নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

১১.২। নির্বাহী পরিচালক আরও উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং সেনাবাহিনীর ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেড কর্তৃক গঠিত অংগ সংস্থা “বিবিএসও” এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা অনুসরণে Agreed Schedule of Works এর আলোকে বিবিএসও ০১.০৬.২০০৯ হতে ৩০.০৬.২০১০ পর্যন্ত সময়ে বঙ্গবন্ধু সেতু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় কাজে ১৩,৪৭,৪২,৬৬৩.০০/- (তের কোটি সাতচাল্লিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত তেষটি) টাকার প্রাককলন দাখিল করেছে। বর্ণিত বিষয় বোর্ড সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণকে অবহিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-১২ : হাইওয়ে পুলিশের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত গাড়ী বঙ্গবন্ধু সেতু পাড়াপাড়ে টোল অব্যাহতি প্রদান।

আলোচনাঃ

বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পুলিশের ১০/০২/২০১০ তারিখের পত্র মারফত Police Act 1861 (Act no. vol 1861) এর section-12 প্রদত্ত ক্ষমতা বলে হাইওয়ে পুলিশের ব্যবহৃত কর্মকর্তাদের ৬টি গাড়ীর সেতু পাড়াপাড়ে টোল অব্যাহতি চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সেতুর উপর দিয়ে পাড়াপাড়কারী প্রতিটি যানবাহনের জন্য টোল প্রদান আবশ্যিক। এ পর্যায়ে সভায় আলোচনাকালে সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ অনুযায়ী পুলিশের যানবাহনসমূহকে সেতু পাড়াপাড়ে টোল অব্যাহতি প্রদানের অবকাশ নেই এবং পুলিশকে অব্যাহতি দেওয়া হলে অন্যান্য সংস্থাকেও একই সুবিধা দিতে হবে মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।

১২.২। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্তঃ

সেতু কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশ অনুযায়ী হাইওয়ে পুলিশের কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত ৬টি গাড়ী বঙ্গবন্ধু সেতু পাড়াপাড়ে টোল অব্যাহতি প্রদানের অবকাশ নেই।

আলোচ্যসূচি-১৩ : সেতু বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রম বোর্ডকে অবহিতকরণ।

আলোচনাঃ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে পদ্মা সেতু, পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে ২য় পদ্মা সেতু, বেকুটিয়া সেতু, Elevated Expressway, কর্ণফুলি নদীতে এবং ঢাকা শহরের জাহাঙ্গীর গেইট হতে রোকেয়া সরণী পর্যন্ত Tunnel নির্মাণে Feasibility Study



পরিচালনা এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয়। সভায় পদ্মা সেতুর অর্থায়নে আগামী ডিসেম্বর'১০ মাসের মধ্যে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে ঋণ চুক্তি সম্পর্ক করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগিতা কামনা করা হয়। সভায় উপস্থিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি বিবিধ-১: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জন্য নির্ধারিত Corporate tax এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব অবহিতকরণ

আলোচনাঃ

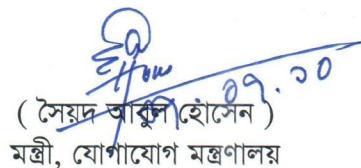
বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে সরকারী সংস্থা হিসেবে না ধরে কোম্পানী হিসেবে গণ্য করে ৩৭% হারে Corporate tax ধার্য করা হয়েছে। অথচ ডিএসএল বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের পর এ কর্তৃপক্ষ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে হিসেবে বিবেচিত। এ পরিস্থিতিতে ডিএসএল সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এ কর্তৃপক্ষকে Corporate tax হতে অব্যাহতি প্রদান করা উচিত মর্মে নির্বাহী পরিচালক সভায় মত প্রকাশ করেন।

২। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সভায় নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে এবং পদ্মা সেতুর অর্থায়নে আশ্বাস প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত Appraisal Mission আসার পূর্বেই বিষয়টি চূড়ান্ত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয় দু'টি সম্পর্কে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হোন।

আলোচ্যসূচি বিবিধ: বিবিধ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, বোর্ড সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কোন সাব-কমিটির সভায় উপস্থিতির জন্যও ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদেয় হবে।

সভাপতি সেতু কর্তৃপক্ষের পরবর্তী বোর্ড সভা যে কোন সরকারী ছুটির দিন বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করে এবং উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

তারিখ: /৭/২০১০

  
( সৈয়দ আবুল হোসেন )  
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান  
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

২৩ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের  
৯৭তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১.	মেঘেন্দ্র মাতৃচুম্বক বিভাগ মার্গিন	মেঘেন্দ্র মাতৃচুম্বক বিভাগ, উচ্চনথন মন্ত্রণালয়	১৫.৫০
২.	এস: ইমেজেন এন্ড প্রিন্ট অডিও অস্টিং	প্রযোজন বিষয় বিভাগ,	১০.৫০
৩.	শে: কেন্দ্ৰীয় প্ৰিমিয়াম বিভাগ মুক্তি	প্ৰযোজন বিষয় বিভাগ	১৫.০০
৪.	১মঃ পৰিবহন ইন্ডাস্ট্ৰি স্বৰূপ পৰিবহন প্ৰযোজন কোম্পানি	পৰিবহন	১৫.০০ ২০.০৫.২০
৫.	প্ৰিঙ্গিপুর ব্যৱস্থা বিদ্যুৎ প্রযোজন, নিয়ন্ত্ৰণ চিকিৎসা	পৰিবহন পৰিবহন প্রযোজন চিকিৎসা	১৫.০০ ২৬.০৬.২০
৬.	এম. কৌল মাতৃ আৰম্ভ, পৰিবহন পৰিবহন প্রযোজন কোম্পানি	মানবিক অধ্যয়েৰ প্রযোজন প্রযোজন চান প্ৰযোজন	১৫.০০ ২৬.০৬.২০
৭.	মেঘেন্দ্র মাতৃ কোম্পানি পৰ্যাপ্তি-পৰ্যাপ্তি/পৰিবহন প্রযোজন	মেঘেন্দ্র বিভাগ/পৰিবহন	১৫.০০ ২৫.০৬.২০
৮.	শে: কলম্বো এণ্ড এলী- পৰ্যাপ্তি-পৰ্যাপ্তি/পৰিবহন প্রযোজন	"	১৫.০০ ২৫.০৬.২০
৯.	শেখ মুক্তিবুৰ ব্ৰহ্মা- উন্নয়ন/অডিও পৰিবহন প্রযোজন	শেখ " "	১৫.০০
১০.	এস: কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন, উন্নয়ন অডিও পৰিবহন প্রযোজন	কেন্দ্ৰীয় উন্নয়ন/বাহু	১৫.০০ ২৫.০৬.২০
১১.	এস: বেগুন কোম্পানি-১০০% AD (E)	১০০%	১০
১২.			
১৩.			

২৩ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের  
৯৭তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্বাক্ষর
১.	সৈয়দ মন্ত্রুল ইসলাম অতিথি অধিবক্তা	অর্থ বিভাগ	সৈয়দ মন্ত্রুল ইসলাম
২.	মুফতুল খান প্রতিচারী	ডি.মি.বি:	মুফতুল খান
৩.	মো: ইশতাব ছালু প্র খন-বেগুন	গৃনগুলি ও পরিবহন বিভাগ	বেগুন খন
৪.	বেগুন এবং পুষ্প-পাতা	বেগুন বিভাগ	বেগুন খন
৫.	বিহুর একান্ত প্রজা ফুলমাচিব(জেন)	চূক্ষ মন্ত্রণালয়	চূক্ষ ২০১০
৬.	পাতি পাতা চুক্ষ প্রজা পুষ্প-পাতা	পাতি পাতা প্রজা	পাতি পাতা পুষ্প-পাতা
৭.	মো: ফেরদুস ইসলাম পুষ্প-পাতা	ইসলামপুর রাজুরহাট ওব প্রশাসন	ফেরদুস পুষ্প-পাতা
৮.	রূপজিৎ পাতা পুষ্প-পাতা	পু	পু
৯.	মো: আবদুর রহমান প্রধান-প্রক্রিয়ালি	পু. পি.এ	পুরুষ ২০১০
১০.	মহং পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান জেন. পর্যবেক্ষণ: (পুরুষ ও মহিলা)	BBA	পুরুষ ২০১০
১১.	আত্ম বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপ পরামর্শ দাতা	ইন্ডিয়ান কোর্পস এব বাংলাদেশ	পুরুষ ২০১০
১২.	মো: আবুল হোসেন জেব: জেব: (সিএনএস)	সামোর	সামোর
১৩.			